بسم الله الرحمن الرحيم

**Md. Shahriar Alam, MP**
State Minister
**মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি**
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

# বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৭

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। ইতিহাসের বেদনাবিধুর ও বিভীষিকাময় এক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী।

১৯৭৫ সালের এইদিন খুব ভোরে বাংলাদেশের মানুষের ঘুম তখনো ভাঙেনি, সেই সময় ঘটেছিল ইতিহাসের সেই কলঙ্কজনক ঘটনা। স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে প্রাণ দিয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিদেশে অবস্থান করায় এ হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা।

শোকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে হত্যাকান্ডে শহীদ হওয়া তাঁর পরিবারের সদস্যদের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি ইতিহাস। তার জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। সংগ্রামের মধ্যেই তিনি বড় হয়েছেন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছাত্র অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ৫২'র ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তি-সনদ ৬ দফারও প্রণেতা। ১৯৭০'র নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীকে পরিণত করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ স্পৃহায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলার মাটি হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধ মুছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘাতকরা এটা জানতো না যে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলেও তাঁর মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের মৃত্যু হয়নি। বরং এ আদর্শ প্রোথিত রয়েছে বাংলার জনগণের হৃদয়ে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। সে লক্ষ্যে তিনি কাজও শুরু করেছিলেন। অভ্যন্তরীণভাবে দেশব্যাপী বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরুর পাশাপাশি গ্রহণ করেছিলেন 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'- এই পররাষ্ট্র নীতি। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করে এবং তিনি সে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশকে সবার কাছে তুলে ধরেন। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূণর্গঠনে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডের পর দেশ চলতে থাকে উল্টো পথে। বঙ্গবন্ধু সূচিত গণমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অপ্রতিরোধ্য ধারা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এর দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনরায় শুরু হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা। পিতার আদর্শ অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করেন দেশ ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নে।

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

২০০৯ সালে দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষমতায় এসে 'দিন বদলের সনদ' - এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শেখ হাসিনার সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ২০১০-২১ সাল মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। আওয়ামী লীগ সরকারের বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে অর্জন করে এবং বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে রয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাংলাদেশ বৈদেশিক-সহায়তা নির্ভর অর্থনীতি হতে বৈদেশিক-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে বাংলাদেশ যেমন সারা বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি রচনা করে চলেছে একের পর এক সাফল্যগাথা, অর্জন করেছে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মানজনক স্বীকৃতি। ৪৬ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মর্যাদাশীল জাতি গঠনের যে স্বপ্ন জাতির জনক দেখেছিলেন আজ যেন তারই সফল বাস্তবায়ন হতে চলেছে তার যোগ্য উত্তরসূরির নেতৃত্বে।

আজকের এই শোক দিবসে আমরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি 'প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ' গড়ার কাজে যার যার অবস্থান থেকে আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো - এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি)